

কিবরিয়া ও ডঃ আজাদের রক্ত বৃথাই যাবে

কুদ্দুস খান

গত ২৭ শে জানুয়ারী সিলেটের হবিগঞ্জে আওয়ামীলীগের সভায় ইসলামী সম্রাসীর বোমার আঘাতে এস এম কিবরিয়া নিহত হন। এস এম কিবরিয়ার অপরাধ তিনি আওয়ামীগ করতেন, তিনি মুক্তি যোদ্ধা, তিনি ধর্ম নিরপেক্ষ রাজনীতিতে বিশ্বাস করতেন। কাজেই ইসলামিষ্টদের দৃষ্টিতে তিনি মুরতাদ, বাংলাদেশকে ইসলামিক রাষ্ট্র বানাতে হলে কিবরিয়া ও ডঃ আজাদদের মত মুরতাদদের মৃত্যু হওয়াই কাম্য। আমি ভয়ে ভয়ে স্থানীয় বি এন পির নেতাদের সাথে কথা বলেছি, এই মহান নেতারা কোন দ্বিতীয় চিন্তা না করেই বলেছেন যে, এটা আওয়ামীলীগের কর্ম, আওয়ামীলীগ নিজেরাই এস এম কিবরিয়াকে হত্যা করে নির্বাচনের পূর্বে একটি শক্তিশালী ইসু করে নির্বাচনে বিজয়ী হতে চায়- আমরা এটা হতে দেব না। আমি ভয়ে ভয়ে মিন মিন করে বলেছিলাম, ‘আপনারা ইনসেইন!’ তাৎক্ষনিক ভাবে এ ছাড়া আমার আর কোন ভাষা ছিল না। আমরা প্রবাসীরা বাংলাদেশ থেকে অনেক দূরে। জানিনা, বাংলাদেশের বি এন পি বা জামাত কর্মীরা কি ভাবছেন? তারাও কি অন্যান্য হত্যাকাণ্ডের মত এ হত্যাটিকেও চক্রান্ত থিওরির মাধ্যমে বা আওয়ামীলীগের ঘাড়ে দোস চাপিয়ে দেশের জনগণকে বিভক্ত করার চেষ্টা করছেন? এর জবাব শুধু আল্লাহই দিতে পারেন। আর সেটাই যদি তারা করেন; তাহলে বলতে হবে, বাংলাদেশের রাজনৈতিক অংগন হিতাহিত জ্ঞানশূন্য কিছু স্বার্থান্বেষী ব্যক্তিরাই নিয়ন্ত্রণ করছে।

আমেরিকার কোন এক ছোট্ট শহরের এক মসজিদে বসে আলাপ হয়েছিল বি এন পির জনৈক সমর্থকের সহিত। তিনি অতি সাধারণ মানুষ, খেটে খাওয়া ভাল মানুষ। বাংলাদেশে বসবাস করলে বি এন পির সহিত জড়িত হতেন কিনা, সেটাও সন্দেহের বিষয়। তিনি কিবরিয়ার মৃত্যুতে খুশী হয়েছেন বলে আমাকে জানান। তার যুক্তি হচ্ছে, আওয়ামীলীগের সকল কর্মীই ভারতীয় চর হিসাবে বাংলাদেশে কাজ করছে। এই অতি সাধারণ মানুষের কথায় মনে হয়েছে, বাঙ্গালি জাতিই আজ দ্বিধা বিভক্ত। এ প্রসঙ্গে ইউ এস সি, ক্যালিফোর্নিয়া সিস্টেমের বিশ্ব বিদ্যালয়ের বাঙ্গালী অধ্যাপকের ব্যাখ্যা একটু ব্যতিক্রম ধর্মী বলে মনে হল। তিনি মনে করেন, জাতি বিভক্ত তো বটেই! মাথা আর দেহ দু ভাগে বিভক্ত। তিনি মনে করেন, বি এন পি ও জামাতের প্রতি বাংলাদেশের সাধারণ নাগরিকদের সমর্থন রয়েছে, এই সাধারণ নাগরিকদের তিনি মুসলিম বলে ব্যাখ্যা দিয়েছেন। তিনি মনে করেন, বাংলাদেশের সাধারণ নাগরিকগণ মুসলিম হিসাবেই নিজেদের ভাবতে পছন্দ করেন। তাদের বেশীর ভাগই বি এন পি- জামাতকে সমর্থ করে থাকেন।

অপর পক্ষে বেশীর ভাগ বুদ্ধিজীবী, বিশেষ করে সাংবাদিক বা মিডিয়ার বেশীরভাগ বুদ্ধিজীবীই সেকুলার চিন্তায় বিশ্বাসী বলেই তিনি ব্যাখ্যা দিলেন। তাহলে অবস্থা কি দাঁড়াচ্ছে? বাংলাদেশ জাতির দেহ (সাধারণ নাগরিক) একদিকে, আর মাথা (বুদ্ধিজীবী) অপরদিকে। মুসলিম ফ্যানাটিক বা তালেবান চিন্তাবিদগণ যদি একটু সচেতন ভাবে এই মাথার অংশটাকে কেটে বাদ দিতে পারেন, তাহলেই তারা অনায়াসে বাংলাদেশটিকে ইসলামিক বা তালেবানি রাষ্ট্রে রূপান্তরিত করতে পারবেন। ইতি মধ্যেই তারা অনেকটা সফল হয়েছেন। বাংলাদেশে সাহসী বুদ্ধিজীবী খুব একটা বেশী নেই। বি এন পি সমর্থিত জামাত কর্তৃক আর কয়েক জন বুদ্ধিজীবী খুন হলেই, অন্যান্য বুদ্ধিজীবীরা ভয়ে চুপসে যাবেন। আর বাদ বাকি যারা থাকছেন তাদের ভারতীয় দালাল বা র’য়ের চর সাজিয়ে সাধারণ নাগরিকদের থেকে আলাদা করে ফেললেই হলো। সংগে একটি মূল্যবান ইসলামী ফতোয়া দিলেই, নাগরিকগণ ‘আল্লাহ্ আকবর’ বলে তালেবানি হয়ে যাবেন। অনেকেই মনে করছেন, বাংলাদেশ নামক জাতিটি সে দিকেই ধাবিত হচ্ছে।

আমেরিকার স্টেট ডিপার্টমেন্ট মনে করছে বাংলাদেশ তালেবান রাষ্ট্র হওয়ার দিকে অগ্রসর হচ্ছে, যদিও বুশ প্রশাসন প্রকাশ্যে এটা স্বীকার করতে রাজী নয়। কিন্তু বুশ প্রশাসন নীরবে বাংলাদেশের প্রতিটি ঘটনা ভাল করে পর্যবেক্ষণ করছে। নিউ ইয়র্ক টাইমসের এলিসা গ্রিসওল্ড সম্প্রতি তার

লেখা “ পরবর্তী ইসলামি বিপ্লব কোথায় ” শির্ষক প্রবন্ধে এ কথাটিই বলেছিলেন। এতে আমাদের দেশের নাগরিকগণ মনে কষ্ট পেয়েছেন, তারা বলতে চাচ্ছেন দেশের ভাব মূর্তি নষ্ট হচ্ছে। “দেশের ভাব মূর্তি কাহাকে বলে ও উহা কত প্রকার ও কি কি ?” এখন এজাতীয় রচনা লেখার সময় এসেছে। আসলে এই ইন্টারনেটের যুগে খবর চেপে রেখে দেশের ভাবমূর্তি রক্ষা করার উপায় আছে কি? ভাবমূর্তি রক্ষা করার সহজ উপায় দেশে বুদ্ধিজীবী হত্যা রোধ করা নয় কি? অবশ্য ইসলামিক চিন্তাবিদগণ ডঃ হুমায়ুন আজাদ বা এস এম কিবরিয়াকে বুদ্ধিজীবী বলতে রাজী নন, কেননা তারা পবিত্র ধর্ম গ্রন্থ কোরানটি হুবুহু মুখস্ত বলতে পারবেন না। সমস্যাটা সম্ভবত এখানেই। সেকুলার বুদ্ধিজীবীদের পবিত্র কোরান মুখস্ত নাই।

আওয়ামীলীগের সমস্যা হচ্ছে তারা “না ঘরকা না ঘাটকা”। আমি জানিনা, বাংলাদেশের এই সুপ্রাচীণ প্রবাদটিকে আমি ঠিক মত বলতে পারছি কিনা! আওয়ামীলীগকে বি এন পি - জামাত মুরতাদ হিসাবে বিবেচনা করছেন, কেননা আওয়ামীগের আশ্রয়েই বেশীর ভাগ সেকুলার বুদ্ধিজীবীরা রয়েছেন বলে বি এন পি - জামাত বিশ্বাস করে থাকে। অপরপক্ষে, সেকুলার বুদ্ধিজীবীদের মূলকেন্দ্র মার্ক্সিস্ট-লেনিনিষ্ট পার্টিগুলি আওয়ামীলীগের বিরোধিতা করছে। কেননা, তারা মনে করছে, ইসলামিক পার্টিগুলি তথাকথিত আমেরিকান সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী ভূমিকা গ্রহন করে মার্কিস্ট বিপ্লবের সাহায্য করছেন। ভাবখানা এই যে, ইসলামিষ্ট বিপ্লবীগণ বাংলাদেশে ইসলামিক বিপ্লব ঘটিয়ে, এই ইসলামিক রাষ্ট্রটি মার্ক্সিস্টদের হাতে ছেড়ে দিয়ে মার্ক্সিস্ট হয়ে যাবেন। কাজেই, আওয়ামীগকে দু হাতের যুদ্ধ করতে হচ্ছে। জামাত- বি এন পি ভারতীয় দালাল ও সেকুলার পার্টি হিসাবে আওয়ামীলীগকে চিত্রিত করছে, অপর পক্ষে কমুনিষ্টরা আওয়ামীগের বিরোধিতা করছে। কেননা, কমুনিষ্টদের দৃষ্টিতে আওয়ামীলীগ যথেষ্ট আমারিকা বিরোধী নয়। কাজেই আওয়ামীলীগ ভুল সময়ে ভুল জায়গায় রয়েছে বলেই প্রতীয়মান হচ্ছে।

এই মুহূর্তে ছাত্রলীগ হয়তবা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে স্লোগান দিচ্ছে কিবরিয়ার মৃত্যু বৃথা যেতে দেবনা, কিন্তু বাস্তবতা হচ্ছে ডঃ আজাদ, আই ভি রহমান ও কিবরিয়ার রক্ত বৃথাই যাচ্ছে। অন্তত পক্ষে, এখন পর্যন্ত তাই মনে হচ্ছে। কেননা, বি এন পি- জামাত আবার ও নির্বাচনে বিজয়ী হয়ে ক্ষমতায় যাচ্ছে। কি ভাবে যাচ্ছে, সে প্রসঙ্গে দু চারটি কথা বলা দরকার। বাংলাদেশের সাধারণ জনগণ, যারা নিজেদের মুসলিম হিসাবেই পরিচয় দিতে পছন্দ করে। তারা সকলেই ভারত বিরোধী, কোন কারণ থাকুব বা না থাকুক বাংলাদেশের নাগরিক ভারত বিরোধী। বি এন পি- জামাতও ভারত বিরোধী। তারা ভারত বিরোধী হোক বা না হোক সেটাই বড় কথা নয়, জনগণ বি এন পি - জামাত কে ভারত বিরোধী মনে করে থাকে। এছাড়াও র‍্যাপ ফ্যাক্টর বি এন পি - জামাত কে নির্বাচনে সাহায্য করবে। তার মানে আওয়ামীলীগ, সেকুলার বুদ্ধিজীবীরা ও ভিন্নমত পছন্দ করুক আর নাইবা করুক বি এন পি- জামাত আর ৫ বছর ক্ষমতায় থাকছে এটাই বাস্তবতা। অন্ততপক্ষে, আগামী ৫ বছর আওয়ামীলীগ বা সেকুলারদের ডঃ আজাদ, আই ভি রহমান ও এস এম কিবরিয়ার কবরে ফুল দেয়া ছাড়া বিশেষ কিছু করার আছে বলে মনে হচ্ছে না। বাংলাদেশের নাগরিকদের স্মৃতিশক্তি খুব একটা প্রখর নয়, কাজেই ৭/৮ বছর পরে কোন শহিদের রক্ত ধরে রাখা কষ্টকর তো বটেই। অতএব শহিদের রক্ত শহিদ হয়ে যাচ্ছে বলেই মনে হচ্ছে।